মহেশপুর উপজেলা ওলামা ও ইমাম পরিষদের আয়োজনে বিক্ষোভ ও সমাবেশ

ভারতে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কটুক্তির প্রতিবাদে ঝিনাইদহের মহেশপুরে বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলা ওলামা ও ইমাম পরিষদের আয়োজনে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কলেজ স্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ। এতে মহেশপুর কওমি মাদ্রাসার সহ-সভাপতি নাজির আহমেদ, উপজেলা ইমাম পরিষদের সভাপতি মুফতি রফিকুল ইসলাম, ওলামা পরিষদ মহেশপুর শাখার সেক্রেটারি সরোয়ার হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশ থেকে বক্তারা হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিশ্ব নবীর অপমান বরদাস্ত করা হবে না। এছাড়াও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করায় আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন মুসল্লিরা।

জীবননগরে অষ্টম ও নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় শর্ট সিলেবাসের দাবিতে মানববন্ধন

এক দফা, এক দাবি অষ্টম ও নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার যৌক্তিক শর্ট সিলেবাস চাই এই স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জীবননগর

উপজেলায় শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে।

আজ রবিবার সকাল ১০ টায় জীবননগর বাস স্ট্যান্ড চত্বরে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ মানববন্ধনে অংশ নেয় তিনটি মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। এ সময় শিক্ষার্থীরা জীবননগর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদিক্ষণ করে মুক্তমঞ্চে একত্রিত হয়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে তারা তাদের দাবি তুলে ধরেন।

শিক্ষার্থীদের পক্ষে মোছাঃ শোভা খাতুন বলেন, সারা দেশের ন্যায় আমাদের জীবননগরেও এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই মানববন্ধনের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন করছি আমাদের অষ্টম ও নবম শ্রেণীর সিলেবাস শর্ট করার জন্য।

শিক্ষার্থীদের পক্ষে নাইম বলেন, অষ্টম ও নবম শ্রেণীর শর্ট সিলেবাস জন্য আমরা মানববন্ধন করছি। অতি দ্রুত আমাদের বার্ষিক পরীক্ষার শর্ট সিলেবাস প্রকাশ না করা হয়। তাহলে আমরা রাজপথে কঠোর আন্দোলনে নামবো।

শিক্ষার্থীদের পক্ষে মাহিম বলেন, আমরা আমাদের এক দফা এক দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমেছি। এতে অনেকে খারাপ বলবে, অনেকে ভালো বলবে। কিন্তু আমরা জানি এই শর্ট সিলেবাস আমাদের জন্য কতটা প্রয়োজন।

প্রাথমিক সহকারি শিক্ষকদের ১০ গ্রেড বাস্তবায়নের দাবীতে আলমডাঙ্গায় মানববন্ধন

প্রাথমিক সহকারি শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবীতে আলমডাঙ্গায় শিক্ষকরা মানববন্ধন কর্মসুচী পালন করেছে। আজ শনিবার সকাল ১০ টায় উপজেলা গেট প্রাঙ্গণে বিভিন্ন স্কুলের কয়েকশ’ শিক্ষক এ মানব বন্ধন কর্মসুচীতে অংশ গ্রহণ করেন।

মানববন্ধন কর্মসুচীতে বক্তাগণ বলেন,আমরা প্রাথমিক সহকারি

শিক্ষকরা অবহেলিত। দেশে আজ বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন করে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা হচ্ছে। আজকে আমরা যে বৈষম্যের শিকার, বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের দাবী এই বৈষমের হাত থেকে মুক্ত করে ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন করতে হবে।

মানববন্ধন কর্মসুচী উপস্থিত ছিলেন সহকারি ইকবাল উদ্দিন আহম্মেদ, হাফিজুর রহমান, হাসান সাজিব হাবিব,শান্তনু চক্রবর্তী, রবিউল ইসলাম, আনিসুজ্জামন, জহুরুল ইসলাম, আলিহিম গুরু, হাসানুজ্জামান, আবুল কালাম আজাদ, মোস্তাফিজুর রহমান, আশরাফুল আলম, রিজভী আহম্মেদ, তবিবুর রহমান প্রমুখ।

জীবননগরে সহকারী শিক্ষকদের দশম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবীতে মানববন্ধন

“দশম গ্রেড আমাদের দাবী নয় আমাদের অধিকার “এই স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে সহকারী শিক্ষকদের দশম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১০ টায় জীবননগর বাস স্ট্যান্ড চত্বরে সহকারি শিক্ষক সমিতির আয়োজনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশের ন্যায় জীবননগরেও দশম গ্রেড বাস্তবায়নের জন্য জীবননগর বাস স্ট্যান্ড চত্ত্বরে এই মানববন্ধনে শিক্ষকরা বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে তারা তাদের দাবি তুলে ধরেন।

এসময় সহকারী শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মতিয়ার রহমান বলেন, দশম গ্রেড পাওয়া আমাদের অধিকার।কারণ আমরা মানব গড়ার কারিগর,আমাদের মাধ্যমে দেশের সমাজ তৈরি হয়, দেশের বড় বড় অফিসার তৈরি হয়,তাছাড়া বর্তমানে এসএসসি এইচএসসি পাশ করে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করে আমাদের থেকে বেশী বেতন পাই। অথচ আমরা মানুষ গড়ার কারিগর আর আমাদের সংসার চলে না। আমাদের ন্যায্য দাবী না মানলে কঠোর কর্মসূচী পালন করবো।

পরে সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোঃ খালিদ হোসেন কর্মসূচীর দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান শেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তী ঘোষনা করেন। এবং জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মরকলিপি প্রদান করেছেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, সহকারী শিক্ষক নাজমুল হাসান, সহকারী শিক্ষক সাইফুর রহমান, সহকারী শিক্ষক মোছা: সুরাইয়া খাতুন, সহকারী শিক্ষক মোঃ বাবলুর রহমান, সহকারী শিক্ষক মোঃ আজান বারী প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন সরকারি শিক্ষক মোঃ বাবর আলী।

দর্শনায় উলামা পরিষদের উদ্যোগে প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ভারতের পুরোহিত রামগিরি মহারাজ ও মন্ত্রী নিতেশ রানে মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) কে অবমাননা করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্টিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে সারা দেশের ন্যায় দর্শনা পৌর উলামা পরিষদের উদ্যোগে শহীদ শাহারিয়া শুভ মঞ্চ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে দর্শনার প্রধান সড়ক গুলো প্রদক্ষিণ শেষে দর্শনা বাসস্টান্ড ঘুরে আবার মুক্ত মঞ্চে এসে শেষ হয়।

উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দর্শনা পৌর উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতী জুনাইদ আল আযাদ, মুফতী ওমর ফারুক, মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মাও. আ. খালেক, মাও হুসাইন আহমাদ, মুফতী ইউনুস আলী, হাফেজ জুবায়ের, মাও হুজাইফা, কারী জুবায়ের, মাও নিযামুদ্দীন মাও সিরাজুল ইসলাম, মাও নূরুল ইসলাম মাও আ. রাজ্জাক প্রমুখ। দুআ পরিচালনা করেনঃ মুফতী আবুল বাশার।

[redacted]

[redacted]

চোরাকারবারীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো বলে অভিযোগ করেন বক্তারা।

অভিযুক্ত জিয়া গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের দবের উদ্দীনের ছেলে।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক সজীব উদ্দীন স্বাধীন তার নিজ নামে ডা. স্বাধীন ফেসবুকে একটি পোষ্ট দিয়েছিলেন। সেখানে লেখা ছিল “পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ মহান সৃষ্টি কর্তার কাছে, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন”। এখানে নামধারী সাংবাদিক জিয়া কমেন্ট করেন “আজ পর্যন্ত আল্লাহ কাকে রক্ষা করেছে ? কাউকেই রক্ষা করতে পারেনি”। কমেন্টটি এলাকার অনেকেই স্কীন সর্ট দিয়ে ছড়িয়ে দেন। এরপরপরই ফুঁসে ওঠে তৌহিদি জনতা তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

গত ১৩ সেপ্টেম্বরের ওই ঘটনায় মহান আল্লাহকে নিয়ে কটাক্ষ করার অপরাধে গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বাদি হয়ে জিয়ার নামে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি (জিডি) করেন। যার নং ৬২৬ তারিখ ১৬/০৯/২৪ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম জানান, এঘটনায় সাংবাদিক আসাদুল্লাহ একটি সাধারণ ডাইরি করেছেন। সাধারণ ডাইরিটি আদালতে প্রসিকিউশন দেওয়া হয়েছে। আদালত জিডিটি গ্রহণ করে জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

মামলার বাদি সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে ওই নাস্তিক জিয়া। আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি। আদালত যে বিচার করবে আমি সেটা মেনে নেবো। তবে, আমি আদালতের কাছে তার সব্বোর্চ্চ শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

ঝিনাইদহ চক্ষু হাসপাতালের চিকিৎসক, কর্মকর্তাদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

ঝিনাইদহ চক্ষু হাসপাতালের সহকারী পরিচালক মিলন হোসেন এর বহিস্কারের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে হাসপাতালের চিকিৎসক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

আজ বুধবার সকালে কর্মবিরতি দিয়ে হাসপাতালের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা, কর্মচারীরা অংশ নেয়।

কর্মসূচীতে সিনিয়র চিকিৎসক আব্দুল হালিম, মেডিকেল অফিসার আরাফাত রহমান, খালিদ নাঈম, কানিজ ফাতেমা, জুই আক্তার, নাহিদ পারভেজ, সুবোধ রঞ্জন, সিনিয়র ল্যাব সহকারী টেকশিয়ান তরিকুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, হিসাব সরকারী থেকে সহকারী পরিচালক হওয়া মিলন হোসেন হাসপাতালের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত। তার বিরুদ্ধে প্রমাণসহ অভিযোগ দিলেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাই দুর্নীতিবাজ মিলনের বহিস্কার দাবী করেন তারা। তা না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির হুশিয়ারি দেওয়া হয় কর্মসূচী থেকে।

ঝিনাইদহে বিদ্যুতের লাইন

সহকারীদের কর্মবিরতি, বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

চাকুরীর বয়স শিথিল করে শূন্য কোঠায় দৈনিক মজুরী ভিত্তিক স্থায়ীকরণের দাবীতে কর্মবিরতি, বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে ঝিনাইদহ ওজোপাডিকোর লাইন সহকারীরা।

আজ বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কর্মবিরতি দিয়ে বিদ্যুৎ অফিস প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি অফিসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রধান ফটকের সামনে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে এক মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। কর্মসূচীতে লাইন সহকারী ইমামুল হক রকি, মশিউর রহমান, টিপু সুলতান, শাহিন আলম, আমির হোসেন, মিঠু শেখসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় আন্দোলনকারীরা বলেন, জীবনের ঝুকি নিয়ে বছরের পর বছর বিদ্যুৎ অফিসে কাজ করলেও তারা বেতন ভাতা পান না। আমাদের দিয়ে কাজ করানোর পরও কর্তৃপক্ষ চাকুরী স্থায়ী করছেন না। তাই অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন তারা। তাদের চাকুরী স্থায়ী করণের ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচী চলমান থাকবে বলেও হুশিয়ারি দেন । এদিকে লাইন সহকারীদের কর্মবিরতি পালন করায় ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে জেলার বিদুৎ গ্রাহকদের।

মেহেরপুরে নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদের স্মারকলিপি প্রদান

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত চলমান সকল নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্ত করণের দাবিতে মেহেরপুরে স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধন

অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখা আয়োজিত মানববন্ধন আজ বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন কার্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। পরে জেলা প্রশাসক বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, গাংনী উপজেলার সভাপতি মোঃ মাসুদুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলার সভাপতি বরকত উল্লাহ।

এসময় বক্তারা বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন হলে দেশে অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করায় পতিত সরকারের চরম বৈষম্যের শিকার নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। বিগত সরকারের দুঃশাসনের সময়ে নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিওভুক্তর দাবিতে ঢাকায় আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘট, সংবাদ সম্মেলন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পদযাত্রা ও আমরণ অনশনের মতো অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। যৌক্তিক ও ন্যায্য দাবি না মেনে বরং আমাদের উপর পিপার স্প্রে, জল কামান, লাঠি চার্জ, টিয়ারশেল নিক্ষেপ ও বিভিন্নভাবে অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে।

তারা আরো বলেন, আমাদের প্রত্যাশা-আপনি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একযোগে এমপিওভুক্ত করে আমাদের যাবতীয় কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করবেন। কষ্ট লাঘব হলে চিন্তামুক্ত অবস্থায় শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ জনসম্পদ ও উদ্যোক্তা তৈরির প্রয়াসে আমরা কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। দেশের চলমান সকল নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একযোগে এমপিওভুক্ত হলে আমরা বৈষম্যহীন মানবিক বাংলাদেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার করছি।

মানববন্ধনে এছাড়াও নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সহ-সভাপতি মাসুদুর রহমান, উপদেষ্টা ইয়ারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, মুজিবনগর উপজেলার সাধারণ সম্পাদক মোহা: নুরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীকরণ দাবীতে শিক্ষক পরিবারের মানববন্ধন

আলমডাঙ্গায় বৈষম্য দুরিকরনে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীকরণ, জাতীয়করণের পুর্ব পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবীতে মানববন্ধন ও স্বরকলিপি পেশ করা হয়েছে।

গতকাল আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের সামনের রাস্তায় মানববন্ধন পুর্ব আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা একাডেমিক সুপার ভাইজার ইমরুল হক।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক।তিনি বলেন সমগ্র বাংলাদেশে বেসরকারি স্কুলে যে ভাবে লেখাপড়া করান হয়, সেভাবে কিন্ত সরকারি স্কুলে হয় না, তারপরও এই সব শিক্ষকরা বৈষম্যের শিকার, আজ একই দিনে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক বৃন্দ মানব বন্ধন ও স্বারক লিপি প্রদান কর্মসুচি পালন করেছে। আমাদের পার্শবতি দেশ ভরতে শিক্ষকদের জাতীয়করন করা হয়েছে, আমাদের প্রতিটি স্কুলে যে ফিসের টাকা আদায় হয় এবং অন্যান্ন খাতে যে টাকা আয় হয় সেগুলো সরকারি ফান্ডে জমা করলে শিক্ষকদের দাবি পুরন করতে সরকারকে আলাদা টাকা খরচ করতে হবে না, যদি হয় তা যতসামান্ন। তাই শিক্ষক বৃন্দের দাবি সময়োপযোগী দাবি হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা মহদয়কে মেনে নেওয়ার অনুরোধ করেন। প্রধান শিক্ষক আবু তৈয়বের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম মোল্লা, প্রধান শিক্ষক আনোয়ার রশিদ সাগর, প্রধান শিক্ষক আব্বাস উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম,প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম দিপু, প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মনিরুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক শামিম, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ আব্দুল লতিফ, প্রধান শিক্ষক আবরদুল হামিদ, প্রধান শিক্ষক ফরিদুল ইসলাম, সহকারি শিক্ষক রহিদুল ইসলাম,

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□